

া রিয়াযুস স্বা-লিহীন (রিয়াদুস সালেহীন)

হাদিস নাম্বারঃ ৯৩০ [আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ৯২৫]

৬/ রোগীদর্শন ও জানাযায় অংশগ্রহণ (دفنه المكث) ত্রানাযায় অংশগ্রহণ (عند قبره بعد دفنه عليه وحضور دفنه المريض وتشييع الميت والصلاة عليه وحضور دفنه المريض الميت الميت والصلاة عليه وحضور دفنه المريض وتشييع الميت والمريض وتشييع الميت والمريض وتشييع المريض وتشييع المريض وتشييع الميت والمريض وتشييع المريض وتشيع وتشيع وتشيع المريض وتشيع وتش

পরিচ্ছেদঃ ১৫৩: মৃতের জন্য মাতমবিহীন কান্না বৈধ

(153) بَابُ جَوَازِ الْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ نَدْبِ وَلاَ نِيَاحَةٍ

আরবী

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عباده ومعه عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رأي القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ناله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن الله عليه وسلم ، بكوا ؛ فقال: "ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين، ولا بحزن القلب، ولكن بهذا أو يرحم " وأشار إلا لسانه" ((متفق عليه)).

বাংলা

মাতম করা হারাম। (এ বিষয়ে নিষিদ্ধ বস্তু অধ্যায়ে এক পরিচ্ছেদ আসবে ইন-শাআল্লাহু তা'আলা।) কাঁদা নিষেধ হওয়ার ব্যাপারে বহু হাদীস এসেছে। আর যে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, ''মৃতকে তার পরিবার-পরিজনদের কাঁদার কারণে শাস্তি দেওয়া হয়'' তার অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি কাঁদার অসিয়ত করে মারা যাবে। পক্ষান্তরে কেবলমাত্র সেই কান্না নিষিদ্ধ, যাতে মৃতের প্রশংসা করা হয় অথবা মাতম করা হয়। আর প্রশংসা ও মাতমবিহীন কান্নার বৈধতার ব্যাপারেও বহু হাদীস রয়েছে; তার কিছু নিমন্ত্রপঃ-

১/৯৩০। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু 'আনহু হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদার সাক্ষাতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, সাদ ইবনে আবী অক্কাস এবং আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 'আনহুও ছিলেন। সেখানে পৌঁছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাঁদা দেখে লোকেরাও কাঁদতে আরম্ভ করল। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা কি শুনতে পাও না যে, আল্লাহু চোখের অশ্রু এবং অন্তরের দুঃখের উপর শাস্তি দেন না। কিন্তু তিনি এটার কারণে শাস্তি দেন অথবা দয়া করেন।" সেই সাথে তিনি নিজের জিভের দিকে ইঙ্গিত করলেন। (বুখারী ও মুসলিম) [1]



English

(153) Chapter: The Ruling of crying and wailing over a Dead Person

Wailing is unanimously forbidden (Haram) as will be mentioned later on. There are some Ahadith which forbid us from crying over somebody's death, and which inform us that the dead will be tormented in their graves as a result of their relatives crying over their death. This prohibition applies only to those cases where crying is accompanied with lamenting and wailing. Weeping without these two is, permissible; and the Ahadith in support of this are many, including the following:

Ibn 'Umar (May Allah be pleased with them) reported:

The Messenger of Allah (**) visited Sa'd bin 'Ubadah during his illness. He was accompanied by 'Abdur-Rahman bin 'Auf, Sa'd bin Abu Waqqas and 'Abdullah bin Mas'ud (May Allah be pleased with them). The Messenger of Allah (**) began to weep. When his Companions saw this, their tears also started flowing. He (**) said, "Do you not hear, Allah does not punish for the shedding of tears or the grief of the heart, but punishes or bestows mercy for the utterances of this (and he pointed to his tongue)."

[Al-Bukhari and Muslim].

Commentary: Under the stress of grief, man becomes heavy-hearted and tears flow out from his eyes. This is something natural and beyond human control. Rather the outflow of tears results from Divine compassion. This is neither forbidden nor subject to accountability. It is only wailing which is Haram, and is punishable. Yet, man is blessed with Divine mercy if he gives expression to patience and gratefulness by his tongue. Moreover, to mention the merits and excellence of a departed soul is in itself a good thing because others may be stimulated to adopt them. But to recount them by way of wailing is disliked. A Hadith says that a dead person is tormented because of the weeping of his household. Here weeping means lamenting and wailing. Otherwise, to weep is human instinct and no curbs can be put over it. Besides, this warning is meant for such a person who might have been accustomed to wailing during his lifetime. Or he might have left a will to his family for wailing over his death. May be he consciously avoided giving a predeath warning to his kith and kin against wailing. In all the three situations, he will be equally held accountable with his soul being tormented for the wailing of his relatives. In case, he is uninvolved in any of the situations, he will remain free from hellish torments. Instead the wailers will have to bear the brunt of their sin. As the Qur'an says, "No one laden with



burdens can bear another's burden." (17:15).

ফুটনোট

[1] সহীহুল বুখারী ১৩০৪, মুসলিম ৯২৪

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন 🛘 বর্ণনাকারীঃ আবদুল্লাহ ইবন উমর (রাঃ)

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন